BANGLA

গুঠলি তো উড়তে পারে

কনক শশী

eklavya

গুঠলি তো উড়তে পারে

কাহিনী ও ছবি
কনক শশী

বাংলা অনুবাদ
শুদ্ধ ব্যানার্জী

eklavya

গুঠলি তার মা, বাবা, দাদা, দিদির সঙ্গে থাকে। ও বাড়ির সবচেয়ে ছোটো।

গুঠলি বড্ড বকবক করে। পরীদের ছবি আঁকতে ওর ভালো লাগে। আবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও সাতপুরার ছোটো-বড়ো পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে নানারকম ফুল-পাতা কুড়িয়ে বেড়ায়। ওর সবচেয়ে ভালো লাগে মুরগি ছানাদের সাথে খেলতে, দোলনায় দুলতে আর গাছে চড়তে। গুঠলি সাইকেল চালাতে জানে আর তার সাথে সাইকেলে তেল লাগাতে আর চাকায় হাওয়া ভরতেও জানে। দিব্বি খোশমেজাজে থাকে গুঠলি।

বাড়িতে সবাই ওকে খুব ভালোবাসে। যখন মা ওকে সোনাপাখি বলে ডাক দেয় ও বেদানার মতো রাঙা হয়ে যায়।

কাল দীপাবলি। সবাই ঘর সাজাতে ব্যস্ত। গুঠলি তার দিদির সঙ্গে বসে আলপনা দিচ্ছিল। বাড়িতে সবার জন্য নতুন জামাকাপড় কেনা হয়েছে।

কিন্তু গুঠলির নিজের জামাটা পছন্দ হয়নি। ওর পছন্দ দিদির ফ্রকটা। তাই সবার চোখ এড়িয়ে সে ওটা পরে নিলো। তাই দেখে দিদি চেঁচিয়ে উঠলো, “তুই আমার জামা কেনো পরেছিস?” বাবা চোখ কটমট করে তাকালো। ভাই তো তাকে দেখে হেসেই কুটিপাটি।

গুঠলির চোখে জল এসে গেলো।

তখন মা গুঠলিকে ভিতরে নিয়ে গেলো আর জড়িয়ে ধরলো।

তারপর বুঝিয়ে বললো, “বাবা, তুমি ছেলে। তাই তোমার নিজের জামাটাই পরা উচিত, দিদিরটা নয়।”

গুঠলি বললো, “আমি তো পরী হতে চাই। আর তুমি কেনো বলছো যে আমি ছেলে? আমি তো মেয়ে।”

মা বললো, “কারণ তুমি তোমার ভাইয়ের মতো, তোমার দিদির মতো নয়। ছেলেরা ছেলে হয় গুঠলি, আর মেয়েরা মেয়ে।”

গুঠলি জেদ ধরে বললো, “না, আমি পরী।”

“কিন্তু বাবা, তুমি তো ছেলে আর ছেলেরা পরী হয় না, তারা রাজকুমার হয়। আর তুমি হলে দুনিয়ার সবচেয়ে মিষ্টি, সুন্দর রাজকুমার।” মা গুঠলিকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললো।

রাগের মাথায় গুঠলি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, “আমি রাজকুমার নই। আমি একটা মেয়ে, আর তাই এই ফ্রকটাই পরবো।”

এইবার মাও রেগে গেলো। বললো, “জেদ কোরো না। তুমি ছেলে। যাও, এই ফ্রকটা খুলে ফেলো।” এই কথা বলে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

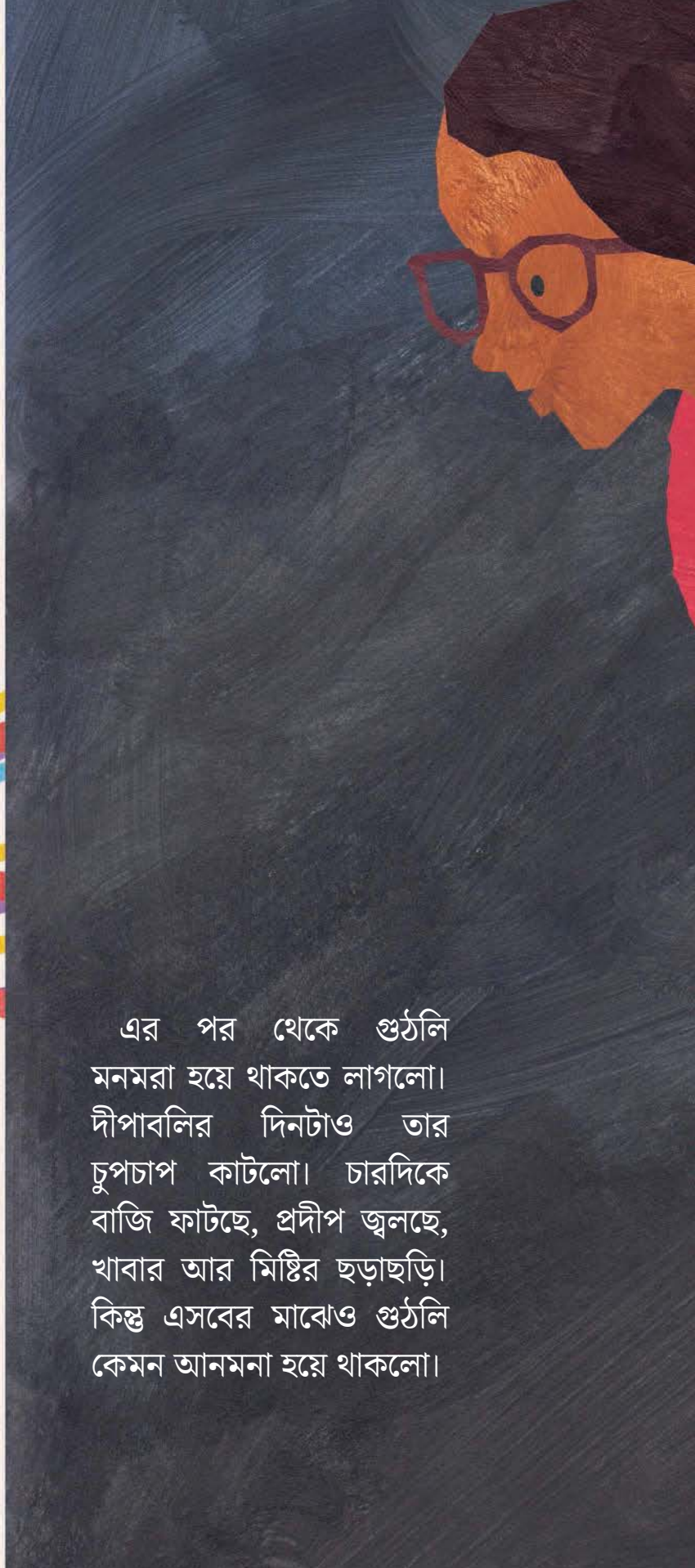

এর পর থেকে গুঠলি মনমরা হয়ে থাকতে লাগলো। দীপাবলির দিনটাও তার চুপচাপ কাটলো। চারদিকে বাজি ফাটছে, প্রদীপ জ্বলছে, খাবার আর মিষ্টির ছড়াছড়ি। কিন্তু এসবের মাঝেও গুঠলি কেমন আনমনা হয়ে থাকলো।

এরপর থেকে গুঠলি বেশী কথা বলতো না, নিজের মনেই থাকতো। ঘুরে ঘুরে শুধু গাছ-পাতা আর মুরগি ছানাদের সঙ্গে কথা বলতো। এরাই ছিল ওর বন্ধু। বাড়িতে গুঠলির বকবকানি গায়েব হয়ে গেলো।

गुठली
के
लिए

এমনই একদিনে সে পাহাড়ের পথে ঘুরে ফিরে বাড়ি ঢুকতেই মা তাকে ডেকে একটা প্যাকেট হাতে দিলো।

প্যাকেটটা ও চুপচাপ খুললো কিন্তু তারপরেই ওর মুখ হাসিতে ভরে উঠলো। অবাক হয়ে ও মায়ের দিকে তাকালো। প্যাকেটে ছিল একটা সুন্দর ফ্রক, পরীর ফ্রকের থেকেও সুন্দর।

মা তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, “এটা পরে নাও আর তোমার যেমন খুশী তেমনভাবে থাকো। তুমি চিরদিন আমার কাছে ‘সোনাপাখি’ হয়েই থাকবে।”

গুঠলি ফ্রকটা জাপটে ধরে মায়ের কোলে মাথা গুঁজে দিলো।

ফ্রকটা পরে আনন্দে নাচতে লাগলো গুঠলি। ও ছিল সোনাপাখি যে খোলা আকাশে ডানা মেলে অনেক উঁচুতে উড়তে পারে। পৃথিবীর সমস্ত নিয়মকানুনের থেকেও উপরে। সেই নিয়ম যা বলে গুঠলি মেয়ে নয়, ছেলে - যখন কিনা গুঠলি নিজেকে মেয়ে বলে মনে করে।

হয়তো আগামী দিনে গুঠলি এই সব নিয়ম বদলে দেবে বা এক নতুন পৃথিবী বানাবে। তবে এখন ও পরী। আজ তবে এইটুকু থাক।

গুঠলি তো উড়তে পারে
Guthli to Udate Pare

কাহিনী ও ছবি: কনক শশী
বাংলা অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জী
সম্পাদনা ও সংযোজনা: ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)
সম্পাদকীয় সহযোগিতা: জয়নাব, রাজেন্দ্র, টুলটুল বিশ্বাস, রুদ্রাশিস, বংসী শর্মা
উৎপাদন সহযোগিতা - ইন্দু নায়র, কমলেশ যাদব, মোহম্মদ খিজর

'गुठली तो परी है' গল্পের বাংলা অনুবাদ যা হিন্দীতে একলব্য দ্বারা প্রকাশিত।
Bangla translation of story 'गुठली तो परी है' published in Hindi by Eklavya.

কাহিনী ও ছবি: কনক শশী, সেপ্টেম্বর 2019
অনুবাদ: একলব্য ফাউন্ডেশন, মার্চ 2024

এই বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অ্যাট্রিবিউশন-নন-কমার্শিয়াল-নো ডেরিভেটিভস 4.0 ইন্টারন্যাশনাল (CC BY-NC-ND) এর অধীনে পড়ে। এর সম্পূর্ণ বিবরণ নীচের লিঙ্ক-এ পাওয়া যাবে - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
লেখক-চিত্রশিল্পী এবং প্রকাশকের তথ্যসহ অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো পরিবর্তন ছাড়া বাংলা বইটির কপি এবং বিতরণ করা যাবে। অন্য কোনো অনুমতির জন্য, প্রকাশকের মাধ্যমে লেখক-চিত্রশিল্পীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রথম সংস্করণ: মার্চ 2024 (1000 কপি)
কাগজ: 100 gsm ম্যাট আর্ট পেপার এবং 220 gsm পেপার বোর্ড (প্রচ্ছদ)
ISBN: 978-81-19771-07-3
মূল্য: ₹ 120.00

দূরবীন, এইচ টি পারেখ ফাউন্ডেশন
(H T Parekh Foundation)-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত।

প্রকাশক:
একলব্য ফাউন্ডেশন (Eklavya Foundation)
জামনালাল বাজাজ পরিসর, জাটখেড়ী,
ভোপাল – 462026 (মপ্র)
ফোন: +91 755 297 7770-71-72
www.eklavya.in

সম্পাদনা ও সংযোজনা:
ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)
কৃষ্টি নেস্ট, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং – 302, কালিপার্ক,
রাজারহাট, 24 পরগনা (উ), পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা – 700136
ফোন: +91 70447 05339

মুদ্রণ: আদর্শ প্রাইভেট লিমিটেড, ভোপাল, +91 755 255 542

কনক শশী: কনক শশীর প্রিয় কাজ হলো প্রকৃতির মাঝে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ানো। ঘুরতে ঘুরতে সে কুড়িয়ে নেয় শুকনো ডাল, পাতা, বীজ, পাখিদের ফেলে যাওয়া পালক। না জানি এদের মাঝে কত গল্প লুকিয়ে আছে।

শিল্পী কনক শশী বরদার এম এস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেইন্টিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। এক দশকের বেশী সময় ধরে ছোটোদের বই-এর জন্য আঁকা ও ডিজাইনের কাজ করছেন। এর পাশাপাশি তিনি ছোটোদের জন্য গল্পও লেখেন।

গুঠলি সবার প্রিয়। সে সবসময় তার বন্ধু মুরগি ছানাদের সঙ্গে আনন্দে মেতে থাকে।

একদিন সে তার প্রিয় ফ্রকটা পরে। কিন্তু তাকে বলা হয় ফ্রক খুলে ফেলতে এবং আর কখনো না পরতে।

কেনো গুঠলিকে তার পছন্দের ফ্রকটা পরতে বারণ করা হচ্ছে? কে এই গুঠলি?

মুল্য: ₹ 120.00

9 788119 771073

eklavya

Read·Imagine·Explore
AN INITIATIVE OF H T PAREKH FOUNDATION